ইনভেস্টমেন্ট কম্পোনেন্ট ফর ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (আইসিভিজিডি) প্রকল্প

অর্থায়নে : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ইউকে এইড ও চায়না এইড ।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় , মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও জাতিসংঘ বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি ।
সহযোগী সংস্থা: ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি ।

প্রণয়নেঃ

ড. এবিএম সাজ্জাদ হোসেন
পরিচালক (পিএমআরএন্ডই), এনডিপি
সিরাজগঞ্জ ।

মোল্লা আব্দুল্লাহ আল মেহদী
ব্যবস্থাপক (আরএন্ডডি), এনডিপি
সিরাজগঞ্জ ।

সার্বিক সহযোগিতায়:
শেখ মিজানুর রহমান, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, আইসিভিজিডি প্রকল্প, এনডিপি
ডা: মো: তৌফিকুল হক, বিডিও, আইসিভিজিডি প্রকল্প, এনডিপি

আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায়:
জাতিসংঘ বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি
পরামর্শ দানে ; আব্দুস সোবহান.
হেড অব সাব অফিস,
ডব্লিউএফপি, সিরাজগঞ্জ ।

প্রকাশনায়:
রিসার্চ এন্ড ডকুমেন্টশন বিভাগ
ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি কর্তৃক ইনভেষ্টমেন্ট কম্পোনেন্ট ফর ভালনারেবল গ্রুপ ডেভলপমেন্ট (আইসিভিজিডি) পাইলট প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়। ইউকে এইড, চায়না এইড ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে প্রকল্পটি সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি ও চৌহালি উপজেলায় এপ্রিল ২০১৫ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়। মাঠ পর্যায়ে সকল কার্যক্রম সঠিক ভাবে বাস্তবায়ন করতে এনডিপি সহযোগী সংস্থা হিসাবে কাজ করে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: টেকসই জীবিকায়ন কর্মসূচির মাধ্যমে সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি ও চৌহালি উপজেলার ২,০০০ ভিজিডি কার্ডধারী দুঃস্থ্য পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি মান উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করা এবং দরিদ্র জনগোষ্টীর জন্য একটি সমন্বিত কার্যকর সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রণয়নে প্রকল্পের অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগান।

ফলাফল ১: লক্ষ্যিত ২,০০০ জন ভিজিডি দুঃস্থ নারী ও তাদের পরিবার বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পারিবারিক আয় ও উৎপাদনশীল সম্পদ বৃদ্ধি করা।

ফলাফল ২: টেকসই জীবনযাত্রা ও বহুমুখী অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে লক্ষ্যিত ভিজিডি নারীগণকে সামাজিকভাবে ক্ষমতায়িত করা।

ফলাফল ৩: লক্ষ্যিত ২,০০০ জন ভিজিডি পরিবারের খাদ্য গ্রহন ও খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা।

একনজরে আইসিভিজিডি প্রকল্প

ক্রমিক নম্বর	*বিবরন*	*সংখ্যা*
১	প্রকল্পের নাম	ইনভেষ্টমেন্ট কম্পোনেন্ট ফর ভালনারেবল গ্রুপ ডেভলপমেন্ট (আইসিভিজিডি)
২	প্রকল্প শুরু : এপ্রিল ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ	প্রকল্প শেষ : জুন ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ
৩	অর্থায়নে	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ইউকে এইড ও চায়না এইড
৪	বাস্তবায়নে	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতিসংঘ বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি)
৫	সহযোগী সংস্থা	ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি
৬	বাস্তবায়িত জেলা সিরাজগঞ্জ (বেলকুচি ও চৌহালি উপজেলা)	নির্বাচিত ভিজিডি সদস্য- ২,০০০ জন ভিজিডি কার্ডধারী দুঃস্থ নারী

আইসিভিজিডি মডেল

- সঠিক নিয়মে ভিজিডি সদস্যদের মধ্য থেকে ২,০০০ জন অতি দরিদ্র উপকারভোগী নির্বাচন।
- স্থানীয় নারীদের সহায়তায় দল গঠন।
- লাভজনক ব্যবসায় বিনিয়োগের জন্য এককালীন ১৫,০০০ টাকা অনুদান ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে উপকারভোগীদের কাছে হস্তান্তর।
- উপকারভোগীদের ২৪ মাস ধরে প্রতি মাসে ৩০ কেজি পুষ্টিকর চাল প্রদান।
- উপকারভোগীদের উদ্যোক্তা উন্নয়ন, আইজিএ নির্বাচন, ব্যবসা পরিকল্পনা উন্নয়ন প্রশিক্ষন।
- উপকারভোগীদের ভিজিডি মডিউল অনুসারে নির্বাচিত আইজিএ'র উপর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন।
- উপকারভোগীদের ব্যবসা পরিচালনা বাজারজাতকরণ, পুনঃ বিনিয়োগ এবং আইজিএ বহুমুখী করনে স্থানীয় সংযোগ সেবিকাদের মাধ্যমে সহায়তা করা।
- স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে উপকারভোগীদের কার্যকরী যোগাযোগ স্থাপনে সাহায়তা করা।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

আইসিভিজিডি প্রকল্পের উপকারভোগীদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে মোট ৯০টি দল গঠন করা হয়। দলের সদস্যরা তাদের নিজ নিজ দক্ষতা ও চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন আইজিএ বাস্তবায়ন করে থাকে। নিচে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আইজিএ ভিত্তিক কার্যক্রমের নাম তুলে ধরা হল :

- দলীয় সদস্যদের নিয়ে দ্বি-পাক্ষিক সভা পরিচালনা করা।
- স্থানীয় শিক্ষিতা বেকার নারীদের সংযোগ সেবিকা হিসেবে নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ দিয়ে উপকারভোগীদের ব্যবসা পরিচালনায় সার্বক্ষনিক সহায়তা প্রদান করা।
- উপকারভোগীদের উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড বাছাই এর উপর প্রশিক্ষন দেয়া ও ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়ণে সহায়তা করা।
- উপকারভোগীদের জাচাইকৃত আয়বৃদ্ধিমূলক ব্যবসার ওপর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন প্রদান করা।
- উপকারভোগীদের ব্যাংক হিসাব খুলে তাদের হিসাবে টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করা ও টাকা উত্তোলনে সহায়তা করা।
- উপকারভোগীদের সম্পদ ক্রয় নিশ্চিত করা/ ব্যবসা কার্যক্রম শুরু করা।
- সম্পদের আয়-ব্যায় হিসাব সংরক্ষনের জন্য হিসাবের খাতা প্রদান।
- সম্পদ বিক্রির পর পুনরায় ব্যবসা পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ করা।
- উপকারভোগীদের জীবন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন প্রদান।

সচেতনতা ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রদানকৃত বিভিন্ন প্রশিক্ষনসমুহ

ক্র:নং	প্রশিক্ষনের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১	উদ্যোক্তা উন্নয়ন, ব্যবসা বাছাই ও ব্যবসা পরিকল্পনা	২,০০০ জন	২,০০০ জন
২	ব্যবসা ভিত্তিক আয় বৃদ্ধিমুলক কার্যক্রম (আইজিএ)	২,০০০ জন	২,০০০ জন
৩	ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা	২,০০০ জন	১,৯৯৩ জন
৪	মা ও শিশুর খাদ্য ও পুষ্টি	২,০০০ জন	১,৯৯৭ জন
৫	দূর্যোগ মোকাবেলা ও ঝুকি হ্রাস	২,০০০ জন	১,৯৯৬ জন
৬	নারীর ক্ষমতায়ন	২,০০০ জন	২,০০০ জন
৭	এইচআইভি এইডস প্রতিরোধের উপায়	২,০০০ জন	১,৯৯০ জন
৮	দলীয় নেতাদের নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষন	২৭০ জন	২৭০ জন
৯	বিশেষ প্রশিক্ষন-নকশী কাথাঁ, সেলাই প্রশিক্ষন, ঘাস চাষ	৩০০ জন	২০ জন
১০	হাঁস মুরগির টিকা দানকারীর দক্ষতা (ভ্যাকসিনেটর) উন্নয়ন	৪০ জন	৪০ জন

উপকারভোগীদের দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম সমুহ: ২০১৫ -২০১৭

গরু মোটা তাজাকরন ও গাভী পালন	সুতা নাটাই ও ববিন মেশিন পরিচালনা	কৃষি কাজ	মুদি দোকান	ক্ষুদ্র ব্যবসা	ছাগল পালন	দর্জি কাজ	ভ্যান চালনা	ফেরী ওয়ালা	অন্যান্য ব্যবসা (হাঁস-মুরগি পালন, চা-ষ্টল, জাল বোনা ইত্যাদি	মোট ব্যবসা সংখ্যা
১,৯০৩	৩১৩	১৭১	২০	৪৪	৭১৬	৫৫	৪৭	২২	৪৫২	৩,৭৪৩

প্রধান অর্জন সমূহ

- ১০০% সদস্য অনুদানের টাকা ব্যবসা পরিকল্পনা অনুযায়ী আয়বর্ধনমুলক কাজে বিনিয়োগ করেছেন এবং তা চলমান রয়েছে।
- প্রথম চক্রে ২,০০০ উপকারভোগীগন অনুদানের টাকা ৫/৬ ধরনের ব্যবসায় বিনিযোগ করেন। বর্তমানে উপকারভোগীদের সক্ষমতা বাড়ায় তারা ১৭ ধরনের আইজিএ বাস্তবায়ন করছেন।
- প্রথম চক্রে সদস্যদের গড় বিনিয়োগ ছিল প্রায় ১৮,০০০ টাকা। দ্বিতীয় চক্রে তা এসে দাড়ায় প্রায় ৩২,০০০ টাকা এবং বর্তমান চক্রে তাদের গড় বিনিয়োগ হয়েছে প্রায় ৪২,০০০ টাকা।
- প্রত্যেক দল থেকে অন্ততঃ ৩ জন নারী উপজেলা পর্যায়ে প্রধান সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে কার্যকরী যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেছেন।
- অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ায় ৬ জন আইসিভিজিডি সদস্য উপজেলা পর্যায়ে জয়িতা পুরস্কার পেয়েছেন।
- প্রকল্পের ৯০টি দলের মধ্যে ২টি দল জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধন পেয়েছেন।
- দলের সদস্যগণ নিজ উদোগে মাসিক সভার আয়োজন করে ব্যবসা সংক্রান্ত সমস্যা আলোচনা ও সমাধান করছেন এবং বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে কার্যকরী যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম হয়েছেন।
- ১৪টি দল নিজ উদ্যোগে সঞ্চয় করছে।

কিছু প্রধান আইজিএ'র প্রথম চক্রের মাসিক মুনাফা নিচের গ্রাফে তুলে ধরা হলো

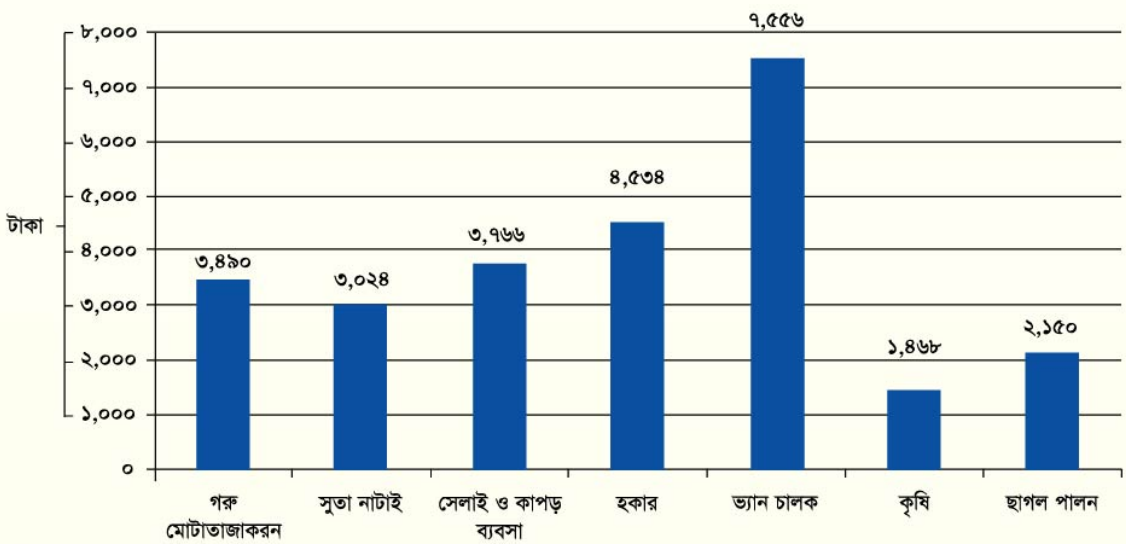

এককালীন অনুদান প্রদান

আইসিভিজিডি প্রকল্পের সকল কার্যক্রমের মধ্যে এককালীন অনুদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি কার্যক্রম। প্রকল্পের সকল সদস্য অতি দরিদ্র হওয়ায় আইজিএ বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন ভেবে প্রকল্প কর্তৃক প্রত্যেক সদস্যকে এককালীন ১৫,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। অনুদানের টাকা খুব সতর্কতার সাথে নির্বাচিত সদস্যদের মাঝে বিতরণ করা হয়। এজন্য পূর্বেই প্রকল্প থেকে উপকারভোগীদের জন্য কিছু অত্যাবশীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হয় যা নিম্নরুপ:

- উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষন।
- ব্যবসা বাছাই, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষন ।
- অনুদানের টাকা স্বচ্ছভাবে প্রদানের জন্য উপকারভোগীদের জন্য ব্যাংক এশিয়ার এজেন্ট ব্যাংকে একাউন্ট খোলার ব্যবস্থা করা।

উপকারভোগীদের মাঝে অনুদানের চেক বিতরন

একজন উপকারভোগী ব্যাংক হিসাব খুলছেন

দলীয় সভা

২০-২৫ জন সদস্য নিয়ে একটি দল গঠিত হয়। দলকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রত্যেক দলে ১ জন সভাপতি, ১ জন সম্পাদক ও ১ জন কোষাধ্যক্ষ নির্বাচন করা হয়। তাদের নিজেদের সমস্যার সমাধান ও ব্যবসা পরিকল্পনার জন্য মাসে দুইবার সভা আয়োজন করে। দলের সভাপতি ও অন্যান্য নেতাদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষন প্রদান করার ফলে তারা নিজেরাই দলীয় সভা পরিচালনা করে থাকেন। নিয়মিত দলীয় সভা অনুষ্ঠিত হওয়ায় নিজেদের মধ্যে আগের চেয়ে সমন্বয় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। দলীয় সভায় সদস্যরা বিভিন্ন সমস্যার সমাধান পাওয়ায় দলের বাইরে থেকে ৩/৪ জন উদ্যোক্তা ও সাধারণ নারীও অংশগ্রহন করে থাকেন। দলীয় সভার ফলাফল নিম্নরুপ:

দলীয়সভা

- ৮০% উপকারভোগীর অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে মানসিকভাবে স্বতস্ফুর্ত থাকছেন।
- ১০০% উপকারভোগীর পুষ্টি সম্পর্কে ভালো ধারনা তৈরি হওয়ায় পুষ্টি ঘাটতি মেটাতে যে সব সবজি বাড়িতেই উৎপাদন সম্ভব (যেমন লাউ, কুমড়া, পুঁইশাক, ডাটা শাক, মিষ্টি কুমড়া, বেগুন, পেঁপে ইত্যাদি) সেসব খাবারের প্রতি আগ্রহ অনেক বেড়েছে।
- মা ও শিশুর অপুষ্টির ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে ধারনা তৈরী হয়েছে।
- অধিকাংশ উপকারভোগী নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করছেন।
- গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের পরিচর্যা ও শিশুদের প্রয়োজনীয় টিকা প্রদানের হার বৃদ্ধি পেয়েছে ।
- বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে ধারনা লাভের ফলে বাল্যবিবাহ অন্তত: ২০% কমেছে।
- ৩০% উপকারভোগী তাদের প্রয়োজনে সরকারী অফিসের সাথে যোগাযোগ করছেন।

আইজিএ

প্রকল্পের প্রত্যেক সদস্যই কোন না কোন আইজিএ'র সাথে সম্পৃক্ত আছেন। শুরুতে মোট ৫/৬ ধরনের আইজিএ বাস্তবায়ন করলেও বর্তমানে ১৭ ধরনের আইজিএ বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর মধ্যে ১টি উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষন ও ১টি আইজিএ'র সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হল:

উদ্যোক্তা উন্নয়ন, ব্যবসা বাছাই ও ব্যবসা প্রণয়ন প্রশিক্ষন

প্রকল্পের শুরুর দিকে উপকারভোগীদের জন্য উদ্যোক্তা উন্নয়ন, ব্যবসা বাছাই ও ব্যবসা প্রণয়ন ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তাই তাদের অভিজ্ঞতা ও চাহিদা অনুযায়ী ৫দিন ব্যাপী উদ্যোক্তা উন্নয়ন, ব্যবসা বাছাই ও ব্যবসা পরিচালনা প্রনয়নের উপর প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষন থেকে উপকারভোগী সদস্যগন উদ্যোক্তা উন্নয়ন, আইজিএ নির্বাচন, ব্যবসা পরিকল্পনা তৈরি, বাজার ব্যবস্থাপনা, পণ্য সরাবরাহ, ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা লাভ করেন। উপকারভোগীগন নারী হলেও পরিবারের পুরুষ সদস্যগন ও আইজিএ বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা করায় প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। একটা সময় ছিল যখন উপকারভোগী সদস্যদের আয় বলতে শুধু ভিজিডির ৩০ কেজি চালই ধরা হত। কিন্তু প্রশিক্ষন গ্রহনের পর অনুদানের টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করায় এখন তাদের আয় বেড়ে গেছে। বর্তমানে তাদের গড় মাসিক আয় ৫,০০০-১০,০০০ টাকা।

উপকারভোগীদের উদ্যোক্তা উন্নয়ন, আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড বিষয়ক প্রশিক্ষন

উন্নত পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরন ও গাভী পালন বিষয়ক প্রশিক্ষন

প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত যতগুলো আইজিএ রয়েছে তারমধ্যে অত্র এলাকায় গরু মোটাতাজাকরন সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা হিসেবে প্রতিয়মান হয়েছে। এর অন্যতম কারন, নারীরাই গরুর দেখাশুনা করতে পারায় এবং এলাকায় পর্যাপ্ত কাঁচা ঘাসের যোগান থাকায় ব্যবস্থাপনা খরচ খুবই কম। তাই বেশিরভাগ সদস্যই গরু মোটাতাজাকরন ব্যবসাকে বেছে নিয়েছেন। কোন কোন সদস্যের গরু মোটাতাজাকরন ও গাভী পালনে অল্পবিস্তর অভিজ্ঞতা থাকলেও উন্নত পদ্ধতিতে এই ব্যবসা পরিচালনার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। তাই প্রকল্প থেকে সদস্যদের আয় বাড়ানোর জন্য উন্নত পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরন ও গাভী পালন বিষয়ে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়। উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তার দপ্তর কর্তৃক ৩ দিন ব্যাপী গরু মোটাতাজাকরন ও গাভী পালন প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়। মোট ১,৮৭৩ জন উপকারভোগী সদস্য এই প্রশিক্ষন গ্রহন করেন। প্রশিক্ষনে জাত নির্বাচন, গরম না আসার কারন, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃমিনাশ, গোয়ালঘর ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। ফলে প্রশিক্ষন লাভের পর থেকে প্রত্যেক উপকারভোগীই আগের চেয়ে ৫,০০০-৬,০০০ টাকা অতিরিক্ত আয় করছেন। তাছাড়া এখন উপকারভোগীদের সাথে উপজেলা প্রাণি সম্পদ অফিসের যোগাযোগ বৃদ্ধি নিয়েছে ও সম্পর্ক অনেক ভালো হয়েছে। ফলে সদস্যগন সহজেই যেকোন প্রয়োজনে উপজেলা প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করছেন ও প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহণ করতে পারছেন।

উপজেলা প্রানি সম্পদ কর্মকর্তা গাভী পালনের উপর প্রশিক্ষন প্রদান করছেন।

জয়িতা পুরস্কার

মোছাঃ খাদিজা খাতুন, ২০১৫ সালের চৌহালী উপজেলা কর্তৃক জয়িতা পুরস্কার বিজয়ী। তিনি সংগ্রামী নারী, জীবনযুদ্ধে জয়ী নারী । এ পর্যায়ে আসতে তাকে নানা চড়াই উৎরাই পার হতে হয়েছে। ভিজিডি কার্ড দিয়ে শুরু তার জীবন সংগ্রাম। তারপর আইসিভিজিডি সদস্য। তারপর পাল্টে গেল খাদিজার জীবন। প্রথমে প্রকল্প থেকে পাঁচদিনের "উদ্যোক্তা উন্নয়ন,

জয়িতা পুরস্কার গ্রহন করছেন উপকারভোগী খাদিজা

ব্যবসা বাছাই ও ব্যবসা পরিকল্পনা" বিষয়ে প্রশিক্ষন গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষন শেষে খাদিজা গরু মোটাতাজাকরন ব্যবসাকে বেছে নেন। পরবর্তীতে প্রকল্প থেকে তাকে আরও তিন দিনের "গরু মোটাতাজাকরণ" এর উপর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষনের পর প্রকল্পের নিয়ম অনুযায়ী তাকে এককালীন ১৫,০০০ টাকা অনুদান দেওয়া হয়। অনুদানের টাকা এবং নিজের জমানো কিছু টাকা দিয়ে তিনি একটি ষাঁড় গরু ক্রয় করেন। প্রশিক্ষন থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান সঠিকভাবে প্রয়োগ করে এক বছর গরু পালন করে সকল খরচ বাদে খাদিজা ৩২,৫০০ টাকা লাভ করেন। পরবর্তীতে নিজে আরও কিছু টাকা যোগ করে ১টি ষাঁড় ও ২টি ছাগল ক্রয় করেন। বর্তমানে তার ব্যবসায় মোট বিনিয়োগ প্রায় ৬০,০০০ টাকা। তার আশা তিনি এবার ১,০০,০০০ টাকায় গরু ও ছাগল ২টি বিক্রি করবেন।

উপরের গল্পের মত খাদিজার জীবন এত সহজ ছিলনা। চৌহালি উপজেলার ঘোড়জান ইউনিয়নের চর জাজুরিয়া গ্রামে খাদিজার বাড়ি। ছয় বছর আগে অষ্টম শ্রেণীতে পড়াকালীন বড় বোন মারা গেলে পিতা-মাতার অনুরোধে সহায় সম্বলহীন বোনের স্বামী আবুল কালামের সাথে তার বিয়ে হয়। ভাবেন দ্রুত সন্তান নিবেন। কিন্তু প্রকৃতি তার পক্ষে থাকে না। বিয়ের পর বাড়ী নদী গর্ভে বিলীন হলে সন্তান নেওয়া থেকে বিরত থাকেন। এভাবে দুইবার তার বাড়ী নদী গর্ভে বিলীন হয়। খাদিজা ভাবে জীবন এমন কেন? ভাঙ্গা গড়ার এই খেলার মধ্যেই তার জীবন চলতে থাকে। সিদ্ধান্ত নেন আর কোন সন্তান নেবেন না। বোনের রেখে যাওয়া তিন সন্তানকে ঠিকভাবে মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে চান। তার জীবনের পরিবর্তন সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন- "আইসিভিজিডি প্রকল্প আমাকে বিভিন্ন প্রশিক্ষনের মাধ্যমে উজ্জীবিত করেছে এবং আমার চিন্তায় পরিবর্তন এনেছে"। বর্তমানে আমি প্রকল্পের ৩৬ জন সদস্য নিয়ে "যমুনা নারী উন্নয়ন সংগঠন" গড়ে তুলেছি এবং চৌহালী মহিলা বিষয়ক অফিস কর্তৃক সংগঠনটি রেজিষ্ট্রেশন করেছি। এই সংগঠন এর মাধ্যমে সকল সদস্যের আইজিএ ভিত্তিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়। এই সংগঠন থেকে অনেকেই আইজিএ বাস্তবায়ন বিষয়ক সেবা গ্রহন করে স্বাবলম্বী হওয়ায় "সমাজ উন্নয়ন কর্মী" হিসাবে চৌহালি উপজেলার মহিলা বিষয়ক অফিস তাকে ২০১৬ সালের জয়িতা হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করে ।

রোজিনা খাতুন ফিরে পেল নতুন জীবন

চৌহালি উপজেলার চর জাজুরা গ্রামে রোজিনা খাতুন (২৫) এর বাড়ি। খুব সুখী একজন নারী। জন্ম থেকে প্রতিবন্ধী হলেও তার কর্ম তাকে আলোর মুখ দেখিয়েছে। স্বামী সন্তান নিয়ে খুব ভাল আছেন। বর্তমানে তিনটি আইজিএ (গরু মোটাতাজাকরন, ছাগল পালন ও সবজি চাষ) বাস্তবায়ন করছেন। সংসার খরচ বাদ দিয়ে বছরে অন্তত: ৩০-৪০ হাজার টাকা সঞ্চয় করতে পারেন। রোজিনার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন-" আল্লাহ আমার দিকে মুখ তুলে তাকাইছে, আমি এখন স্বামী সন্তান নিয়ে অনেক সুখে আছি। আমার স্বামীও আমাকে এখন অনেক ভালোবাসে"।

প্রতিবন্ধী রোজিনার জীবন এত সহজ ছিল না। প্রতিবন্ধী হওয়ায় সামাজিক নানা প্রতিকূলতা পার করতে হয়েছে তাকে। বাবার বাড়ীর আর্থিক অবস্থা খারাপ থাকার কারনে পড়ালেখা বেশিদুর গড়ায়নি। ১৮ বছর পেরুতে না পেরুতেই অসচ্ছল বাবা মেয়ের জন্য পাত্র খোজ করতে শুরু করেন। প্রতিবন্ধী হওয়ায় উপযুক্ত পাত্রও পাওয়া যাচ্ছিল না। শেষে ২২ বছর বয়সে ১ লক্ষ টাকা যৌতুক দিয়ে জাহিদুলের সাথে বিয়ে দেয়া হয়। প্রথম ৬ মাস বেশ ভাল চলছিল সংসার। এরপরই শুরু হয় যৌতুকের জন্য নির্যাতন। স্বামী, শ্বশুড়, শ্বাশুড়ী সবাই নির্যাতন করত। যৌতুক দিতে না পেরে ও নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে গর্ভে ৪ মাসের সন্তান নিয়ে তাকে বাবার বাড়ী ফিরে আসতে হয়। শুরু হয় জীবন বাঁচানো সংগ্রাম। এমতাবস্থায় ভিজিডি কার্ড থেকে ৩০ কেজি চাল এবং বিভিন্ন বাড়ীতে কাজ করে নিজের জীবন চালাতে থাকেন। কিছুদিন পর আইসিভিজিডি প্রকল্প থেকে তাকে সদস্য নির্বাচিত করা হয়। তারপর তাকে তার পছন্দ অনুযায়ী আইজিএ গরু মোটাতাজাকরনের উপর প্রশিক্ষন এবং এককালীন অনুদান হিসাবে ১৫,০০০ টাকা প্রদান করা হয়। অনুদানের টাকা ও নিজের জমানো ৫,০০০ টাকা দিয়ে একটি ছোট এঁড়ে গরু ক্রয় করেন। নিজের সন্তানের মত যত্ন করতে থাকেন। গরুটি ৬ মাস পর বিক্রি করে ২৫ হাজার টাকা লাভ করেন। মনে সাহস তৈরি হল। রোজিনা একটি বড় গরু ক্রয় করলেন। এভাবে বাড়তে থাকে তার আয়। বদলাতে থাকে তার জীবন। বর্তমানে তার আইজিএ'র সংখ্যা ৩টি এবং মোট সম্পদের পরিমান প্রায় ১,০০,০০০ টাকা।

রোজিনা খাতুনের গরু পালন আইজিএ

ফটো গ্যালারী

উপকারভোগীদের বাড়ি পরিদর্শন করছেন ডব্লিউএফপি'র চিফ অফ ষ্টাফ

উপকারভোগীদের বাড়ি পরিদর্শন করছেন ডব্লিউএফপি'র চিফ অফ ষ্টাফ

আইসিভিজিডি প্রকল্পের জেলা পর্যায়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা বিষয়ক কর্মশালা

আইসিভিজিডি প্রকল্পের জেলা পর্যায়ের সমাপনী অনুষ্ঠান

গবাদি প্রানীর টিকা প্রদান কর্মসূচি

উপকারভোগীদের নকসীকাথাঁ প্রশিক্ষন পর্যবেক্ষন করছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার বেলকুচি

আম্বিয়ার গরু,ছাগল ও মুরগি পালন ব্যবসা

রিনা বেগমের মুরগির ব্যবসা

সংগঠন হিসাবে নিবন্ধন

আইসিভিজিডি প্রকল্পের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য গঠিত ৯০টি দলের মধ্যে ২টি দল সিরাজগঞ্জ জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হয়েছে। দল দুইটি হল বেলকুচী উপজেলার রাজাপুর ইউনিয়নের রাজাপুর গ্রামের "রাজাপুর জয়িতা মহিলা উন্নয়ন সংগঠন" এবং চৌহালী উপজেলার খাস কাউলিয়া ইউনিয়নের চর জাজুরিয়া গ্রামের "যমুনা নারী উন্নয়ন সংগঠন"। সংগঠন হিসাবে নিবন্ধিত হওয়ার পর থেকে সকল সদস্য নতুন উদ্যোমে তাদের উপর অর্পিত দ্বায়িত্ব পালন করছেন। এখন তারা সরাসরি উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার অফিসে যোগাযোগ করে এলাকার নারীদের পারিবারিক দ্বন্দ নিরসনে কাজ করে যাচ্ছেন। তাছাড়া উপজেলা পরিষদ ও যুব উন্নয়ন অফিস কর্তৃক আয়োজিত "নকশীকাঁথা" ও "গাভী পালন" প্রশিক্ষনে" রাজাপুর জয়িতা মহিলা উন্নয়ন সংগঠন" এবং সেলাই প্রশিক্ষনে "যমুনা নারী উন্নয়ন সংগঠন" অংশগ্রহন করেছে। দল দুইটি এখন সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের সঙ্গে সমন্বয় করে এলাকার দুস্থ মহিলাদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কাছ থেকে দলের নিবন্ধন সনদ গ্রহন করছেন মোছাঃ খাদিজা খাতুন।

জানুয়ারী ১৯৯২ সাল থেকে দেশের উত্তরাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে এনডিপি বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। তৃণমূলের দরিদ্র, নিরক্ষর, ভূমিহীন, শিশু ও নারী এবং পুরুষ যেন নিজেরাই তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে পারে সেই লক্ষ্যে কাজ করছে এনডিপি।

এনডিপি'র মিশন

সামাজিক সমাবেশ, সচেতনতা বৃদ্ধি, জনসংগঠন সৃষ্টি ও উন্নয়ন, এ্যাডভোকেসী ও লবিং এবং পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া শিশু, নারী ও পুরুষ, আদিবাসী, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী এবং প্রতিবন্ধীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ন। মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষনের মাধ্যমে নেতৃত্বের উন্নয়ন, দক্ষ উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং মানব সম্পদের পরিপূর্ণ বিকাশ ও নিপীড়িত সুবিধা বঞ্চিত পরিবারের নারীকে কেন্দ্র করে পারিবারিক আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির দ্বারা দারিদ্র্য দূরীকরণ।

এনডিপি'র ভিশন

পরিবেশগতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ শোষণ ও বৈষম্যহীন একটি দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ যেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শিশু নারী ও পুরুষের সম মর্যাদায় সম্মানের সাথে বসবাস করবে, তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা ও উপভোগ করবে এবং মূল স্রোতধারার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ায় সরাসরি সম্পৃক্ত থাকবে।

লক্ষ্য

একটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুবিধা বঞ্চিত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক, মানবিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষমতায়ন।

NDP

ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি

এনডিপি ভবন, বাগবাড়ি, শহীদনগর কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ-৬৭০৩।
টেলিফোনঃ ০৭৫১-৬৩৮৭০-৭১,
ফ্যাক্স: +৮৮-০৭৫১-৬৩৮৭৭
ই-মেইলঃ akhan_ndp@yahoo.com
Web: www.ndpbd.org